Subject: নিলামের স্থায়ী আদেশ

From: VAT DHAKA WEST (dhakawestcomm@yahoo.com)

To: customhousectg@gmail.com; dhakacustoms@yahoo.com; benapolecustoms@gmail.com; khulnacustoms@yahoo.com; icdcus@gmail.com; pangaoncustoms@gmail.com; bondcomdhk@gmail.com; cbcctg@yahoo.com; cevdhksouth@yahoo.com; commdkn@gmail.com; vatdhakaeast@gmail.com; ccevatctg@gmail.com; cevccomilla@gmail.com; sylhetcustoms@yahoo.com; cevraj93@yahoo.com; cevrangcom@yahoo.com; khulnavathq@gmail.com; jessorecustoms@gmail.com; vat_ltu@yahoo.com; dg-intelligence@customs.gov.bd; dgvataii@gmail.com; cusvaldhk@gmail.com; dg.dedo@yahoo.com; c.v.appeal.dhaka1@gmail.com; cusappealdk2@gmail.com; cusappealctg@gmail.com; cevtappeal_kln@yahoo.com; mobinul_kabir@yahoo.com; apu63@yahoo.com; hossainahmed499@yahoo.com; reyadulnbr@gmail.com; fakhrulkrr@yahoo.com; israt7.du@yahoo.com; dr.humayunk@yahoo.com; sultaniqbal123@yahoo.com; cmpmbr@gmail.com; 1st.sec.vatpolicy@gmail.com; shahnajcv@yahoo.com; rahman_toffee@yahoo.com; fsa9662@gmail.com; rezaul.prottush@gmail.com; zakiasultananbr@yahoo.com; knahernbr@gmail.com; write2mobara@gmail.com; akbar762003@yahoo.com; margoob60@yahoo.com; prakash.dewan@yahoo.com; shafiq393@yahoo.com;

Date: Sunday, 15 July 2018 5:10 PM

উপস্থাপন করুন/
ব্যবস্থা নিন।

১. অতি: কমি:
২. যুগ্ম কমি: ১/২
৩. উপ কমি: ১/২/৩
৪. বিভাগীয় কর্ম: ১/২/৩/৪/৫/৬
৫. সহঃ কমি: ১/২/৩/৪/৫/৬
৬. সার্কেল কর্ম: ১/২/৩/৪/৫/৬
৭. রাজস্ব কর্ম: সিপাল/নিরীক্ষা/ তদন্ত/ হিসাব/..................
১১. শাখা সহ:..................

Respected Sir/Madam/Colleagues

You are requested to send the feedback (if any) within 4.00 PM by tomorrow.

Regards
SM Humayun Kabir
Commissioner
Customs, Excise & VAT Commissionarate
Dhaka (West), Dhaka

Attachments

- Order of Auction.doc Nikosh (1).doc (148.50 KB)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন,সেগুনবাগিচা, ঢাকা

তারিখঃ-

স্থায়ী আদেশ নং-

বিষয়ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পণ্যের নিলাম অনুষ্ঠানের নীতিমালা।

১। উপরোল্লখিত বিষয়ে ইতিপূর্বে এ দপ্তর কর্তৃক জারীকৃত সকল আদেশ বা স্থায়ী আদেশ বাতিলপূর্বক এ নীতিমালা জারী করা হলো।

২। সংজ্ঞাঃ

(ক) নিলামঃ ''নিলাম'' অর্থ সিল্ড টেন্ডার/ প্রকাশ্য নিলাম/ তাৎক্ষনিক নিলাম।

(খ) নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষঃ ''নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ'' বলতে এসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) বা ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) বা কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক মনোনীত বা নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা।

(গ) কমিশনার অব কাস্টমসঃ ''কমিশনার অব কাস্টমস'' অর্থ কমিশনার অব কাস্টমস, যেকোন কাস্টম হাউজ /কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট এর কমিশনার ।

(ঙ) পচনশীল পণ্য ঃ পচনশীল পণ্য বলতে বোঝায় সে সমস্ত পণ্য সামগ্রীকে যেগুলো দ্রুত গুনগত মান নষ্ট হতে থাকে বা যা জমা দানের সাথে সাথে (অথবা যেখানে যে অবস্থায় আছে)বিক্রয়ের ব্যবস্থা না করলে সরকারি রাজস্বের ক্ষতি হবে এমন পণ্য যেমন,খাদ্যশস্য (টিনজাত ও মোড়কজাত বা সংরক্ষিত খাদ্য),শস্য ও তৈলবীজ, ,ডাল,চাল ,ধান, আলু বীজ(সব প্রকার),চিনি, লবন,বীট লবন,টেস্টিং সল্ট,হলুদ(কাঁচা),দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য(বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত নয়),প্রক্রিয়াজাত মাংস,হাঁস-মুরগী,ডিম,খেজুর(সকল ধরনের), চকলেট,বিস্কুট,চানাচুর,আচার,শুটকি(মাছ-মাংস), চা-পাতা,কফি,সুপারি,নাড়িকেল ,ঘি-বাটার ও সকল ধরনের তৈল জাতীয় দ্রব্যাদি ,ফুচকা,চিপস,সেমাই,গুড়,সকল ধরনের বাদাম,নুডলস, সার, সময় বাধা আছে বা মেয়াদ রয়েছে এমন সকল ধরনের খাদ্যদ্রব্য,প্রসাধন সমগ্রী,ঔষধ,ক্যামিকেল । সময় বাধা আছে এমন বৈধ ঔষধের কাঁচামাল,মাছের পোনা ও মাছ(তাজা,ফ্রজেন,নোনা,শুটকী বা অন্য যেকোন উপায়েই সংরক্ষিত),কাঁচা চামড়া,পান,তামাক(প্রক্রিয়াজাত নহে),মাশরুম,জীবন্ত মালাস্কাস(সব ধরনের) ইষ্ট(জীবিত), পিয়াজ,রসুন,মরিচ,আদা,শাকসবজি,যেকোন ধরনের মসলা,তেতুল,তালমিসরী,সয়াবেড়ি ডি,কিসমিস, জীবিত পশু,পাখি ও প্রানী(আমদানিযোগ্য),গাছপালা,ফুল(তাজা শুকনা),ফল(যেকোন উপায়ে সংরক্ষিত),মাশরুম এছাড়া সামগ্রীক বিবেচনায় পণ্যের বৈশিষ্ট,গুনাগুন,প্রকৃতি,ধরন বিবেচনায় কমিশনার কর্তৃক নির্বাচিত যেকোন পণ্য ।

৩। আটক পণ্য সামগ্রী গ্রহণ পদ্ধতিঃ

(ক) কাস্টমস কর্তৃপক্ষসহ সকল চোরাচালান নিরোধ সংস্থা কর্তৃক চোরাচালানের অভিযোগে আটক পণ্য অফিস চলাকালীন সময়ে (সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত) কাস্টমস গোডাউনে গ্রহণ করা হইবে। তবে, মূল্যবান ধাতু যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ অর্থ, বৈদেশিক মুদ্রা ইত্যাদি প্রতিটি কার্যদিবসের ট্রেজারী/ বাংলাদেশ ব্যাংক/ সোনালী ব্যাংক এর লেনদেন বন্ধ হওয়ার কমপক্ষে ২ (দুই) ঘন্টা পূর্বে কাস্টমস গোডাউনসমূহে গ্রহণ করা হইবে যাহাতে একই দিনে উপর্যুক্ত পণ্য গ্রহণপূর্বক নিরাপদ হেফাজতে সংরক্ষন করা সম্ভব হয়। এছাড়া, বিভিন্ন

সংস্থা কর্তৃক আটককৃত শাড়ী, লুঙ্গি, থ্রি-পিস, ওড়না, স্যুয়েটার, শীতবস্ত্র ইত্যাদি নিলাম এ বিক্রয় করিবার পরিবর্তে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, মামলার আলামত রাখিয়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভান্ডারে জমা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে [সূত্রঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর পত্র নং-৯(১) শুল্কঃ নিলাম ও বকেয়া/২০০৩/১৪, তারিখঃ ২৫/০১/২০০৯] এবং সময়ে সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত আদেশ/নির্দেশনা অনুযায়ী পণ্য গ্রহনের সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

(খ) The Customs Act, 1969 এর Section 15 ও Section 16 এবং সেই সঙ্গে পঠিতব্য The Import and Export (Control) Act, 1950 এর Section 3(1), The Foreign Exchange (Regulation) Act, 1947 এর Section 8 এর Sub-Section (1) বা Sub-Section (2) এবং The Special Power Act, 1974 এর ধারা লংঘণ জনিত কারণে বা লংঘণের অভিযোগে আটককৃত পণ্য কাস্টমস গোডউনসমূহে গ্রহণ করা যাইবে।

(গ) কাস্টমস, টাস্কফোর্স, কোস্টগার্ড ও বাংলাদেশ নেভী,পুলিশ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে কোন সংস্থা কর্তৃক চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত পণ্য কাস্টমস গোডাউনে জমা প্রদানের সময় ৩ (তিন) প্রস্থ আটক প্রতিবেদন গোডাউন অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। গোডাউন অফিসার গ্রহণকৃত পণ্যের বাস্তব অবস্থা/ বর্ণনা, আনুমানিক মূল্য গোডাউন রেজিস্টার [Godown Register (GR)] এ লিপিবদ্ধকরণের ক্রমিক নম্বর (জি. আর. নম্বর) ও তারিখ প্রত্যেকটি আটক প্রতিবেদনে উল্লেখপূর্বক সুস্পষ্ট স্বাক্ষর ও নামীয় সীল প্রদান করিয়া একটি কপি আটককারী (পণ্য জমাদানকারী) কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিবেন, দ্বিতীয় কপি যথাযথ বিচারকারী/ ন্যায় নির্ণয়নকারী কর্মকর্তার নিকট একটি এবং তৃতীয় কপি গোডাউন অফিসার পণ্যের প্রকৃতি ভিত্তিক নথি খুলিয়া উহাতে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবেন।

(ঘ) ইহাছাড়া কাস্টম হাউসের আওতাধীন বন্দরে আমদানিকৃত কোন পণ্য চালান The Cusotoms Act, 1969 এর Section 82 অনুযায়ী নির্ধারিত সময় সীমা উত্তীর্ণ হইলে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে আমদানিকৃত পণ্য চালান আমদানিকারক কর্তৃক খালাস না করা হইলে অথবা শুল্ক ফাঁকি/ অনিয়মের অভিযোগে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ/ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পণ্য আটক করা হইলে আইনানুযায়ী আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিয়া আমদানিকৃত পণ্য নিলামের জন্য নিকটস্থ কাস্টমস গোডাউনে কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বন্দর কর্তৃপক্ষের নিলাম পণ্যের গোডাউনে স্থানান্তর করিতে হইবে।

৪। **আটক পণ্য সামগ্রীর সংরক্ষণ পদ্ধতিঃ**

(ক) মূল্যবান ধাতু যেমন (স্বর্ণ, রৌপ্য) নগদ অর্থ, বৈদেশিক মুদ্রা, মূল্যবান পাথর ইত্যাদি কাস্টমস গোডাউনে গৃহীত হওয়ার পরবর্তী কর্মদিবসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক/ ট্রেজারী/ সোনালী ব্যাংক-এ যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক গোডাউন অফিসার নিরাপদে

সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।এবিষয়ে সময়ে সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত আদেশ ও এর অর্ন্তভূক্ত হবে।সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংক এ জমা দেয়ার বিধান থাকলে তা অনুসরন করা হবে।

(খ) গোডাউন অফিসার গৃহীত পণ্য GR/ মামলাওয়ারী সাজাইয়া রাখিবেন এবং [illegible] GR নম্বর ও তারিখ লিপিবদ্ধ করিবেন যাহাতে নিলাম পণ্যের ক্রেতা, মূল্য নির্ধারণ কমিটি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সহজে পণ্য পরিদর্শন করিতে পারেন।

(গ) গোডাউন বা গোডাউন চত্বরে রক্ষিত পণ্যের যথাযথ নিরাপত্তা বিধানকল্পে গোডাউন অফিসার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৫। আটক পণ্যের নিষ্পত্তি পদ্ধতিঃ

(ক) পঁচনশীল পণ্যসামগ্রীর বিচার নিষ্পত্তি ব্যতিরেকে গোডাউন অফিসার/ কাস্টোডিয়ান গোডাউনের দায়িত্বপ্রাপ্ত যথোপযুক্ত কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে সরকারী নিলামকারী বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে লোকজনকে অবগত করিবার উদ্দেশ্যে বিপুলভাবে মাইকিং করিয়া প্রকাশ্য নিলামে তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(খ) ছোট ছোট লটসমূহ বা গুণগত মান হ্রাস পাওয়া লটসমূহ বা পর পর ৩টি নিলাম সেলে যেই সব পণ্য বিক্রি করা সম্ভব হয়নি সেই সব লটসমূহ অন্য লটের সাথে যুক্ত করিয়া মেগালট (megalot) তৈরি করিয়া পণ্য নিলামের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

(গ) কাস্টম হাউসের পণ্য এবং জেটির বাজেয়াপ্ত/ অখালাসকৃত পণ্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত আদেশ/ নির্দেশ প্রতিপালনপূর্বক সংরক্ষিত মূল্য (reserved value) নির্ধারণ করিতে হইবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মূল্য নির্ধারণ কমিটি সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণের সময় পণ্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া উহার যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করিবেন।

৬। বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হস্তান্তরযোগ্য পণ্য নিলাম শাখায় হস্তান্তরঃ

(ক) কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরযোগ্য পণ্য বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজস্ব খরচে আর.এল(RL) নোটের মাধ্যমে কাস্টম হাউসের নিলাম শাখায় হস্তান্তর করিবে। নিলাম শাখায় হস্তান্তরের জন্য আনীত পণ্যের যাবতীয় বিবরণ (আই.জি.এম মোতাবেক পণ্যের বর্ণনা, মার্কস, পরিমাণ, সংখ্যা, আমদানীকারকের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি) আর.এল নোটে উল্লেখ করিতে হইবে। রেভেনিউ অফিসার (নিলাম) কর্তৃক মনোনীত এসিস্ট্যান্ড রেভেনিউ অফিসার (নিলাম) ও গোডাউন অফিসার এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক গঠিত কমিটি যৌথভাবে পণ্য আইটেমভিত্তিক ইনভেন্টরী করিবেন। ইনভেন্টরী কপিতে গোডাউন অফিসার, এসিস্ট্যান্ট রেভেনিউ অফিসার (নিলাম) ও পণ্যের পূর্ণ বিবরণ না থাকিলে গোডাউন অফিসার ঐ পণ্য গ্রহণ করিবেন না। পক্ষান্তরে, যথাযথ আর.এল নোটে আনীত পণ্য গ্রহণে গোডাউন

অফিসার অসম্মতি জানাইলে কিংবা অকারণে কালক্ষেপণ করিলে বিষয়টি সাথে সাথে এসিস্ট্যান্ট কমিশানর অব কাস্টমস/ ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) এর গোচরীভুক্ত করিতে হইবে। পণ্য গ্রহণকালে গোডাউন অফিসার ৩ কপি ইনভেন্টরী লিস্ট তৈরী করিবেন। লিষ্টের মূল কপি গোডাউন অফিসার নিজে সংরক্ষণ করিবেন। রেভেনিউ অফিসার (নিলাম) ইনভেন্টরীকৃত পণ্যের বিবরণ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন। সংশ্লিষ্ট এসিস্ট্যান্ট রেভেনিউ অফিসার (নিলাম) ঐ রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করিবেন।

(খ) পণ্য গ্রহণের সাথে সাথে হস্তান্তরিত পণ্যের বিবরণ সংশ্লিষ্ট গোডাউন অফিসার গোডাউন রেজিস্টারে নিবন্ধন করে পণ্যের লট নম্বর প্রদানপূর্বক গোডাউনে সাজাইয়া রাখিবেন। একই লাইন নম্বরের পণ্য যাহাতে একই লটের অন্তর্ভূক্ত হয় সেই বিষয়ে গোডাউন অফিসার প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

(গ) অত্যন্ত ভারী, ঝুঁকিপূর্ণ, আকৃতিগতভাবে গোডাউনে রাখার মত নয় এমন সব পণ্য এবং বিপজ্জনক পণ্য যেমন- অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ইত্যাদি নিলাম শাখায় কায়িকভাবে হস্তান্তরিত হইবে না। তবে এই সমস্যা পণ্যের শুধুমাত্র একটি বিবরণ সম্বলিত তালিকা আর.এল নোটের মাধ্যমে বন্দরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কাস্টমস এর সংশ্লিষ্ট গোডাউন অফিসারের নিকট হস্তান্তর করিবেন এবং গোডাউন অফিসার এই তালিকা প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন (পেপার ট্রান্সফার)। পেপার ট্রান্সফারের মাধ্যমে গৃহীত পণ্যের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট গোডাউন অফিসার উপ-অনুচ্ছেদ (খ) এর অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(ঘ) কাস্টম হাউস কর্তৃক পণ্য বাজেয়াপ্তিকরণ সংক্রান্ত সকল আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট এ্যাসেসমেন্ট গ্রুপ তাৎক্ষণিকভাবে বন্দর কর্তৃপক্ষ ও এসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস / ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) বা কমিশনার মনোনীত অন্য কোন কর্মকর্তা বাজেয়াপ্তি আদেশ প্রাপ্তির সাথে সাথে বন্দর কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্তিকৃত পণ্য নিলাম শাখায় উপরোক্ত পদ্ধতিতে কায়িকভাবে বা কাগজের মাধ্যমে (পেপার ট্রান্সফার) হস্তান্তর করিবেন। সংশ্লিষ্ট গোডাউন অফিসার এ ক্ষেত্রেও উপ-অনুচ্ছেদ (খ) এর অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(ঙ) বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হস্তান্তরিত পণ্য গ্রহণের সময় অবশ্যই মেনিফেস্টের লাইন নম্বরের বিপরীতে উল্লিখিত প্রকৃত পণ্য যথাযথভাবে হস্তান্তরিত হইতেছে কিনা সেই সম্পর্কে গোডাউন অফিসার নিশ্চিত হইবেন। কোন প্রকার গরমিল পরিলক্ষিত হইলে গোডাউন অফিসার উহা আর.এল. নোটে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং একই সংঙ্গে বিষয়টি সম্পর্কে বন্দর কর্তৃপক্ষ ও এসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস/ ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) কে রেভেনিউ অফিসার (নিলাম) এর মাধ্যমে অবহিত করিবেন।

(চ) কাস্টমস বন্দর অথবা ল্যান্ড কাস্টমস ষ্টেশন অথবা কাস্টমস ইন ল্যান্ড কন্টেইনার ডিপোটে পণ্য অবতরণের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অথবা কাস্টমস বিমান বন্দরে পণ্য নামানোর ২১(একুশ)দিনের মধ্যে যেই সব লাইন নম্বরের বিপরীতে বিল অব এন্ট্রি নোটিং হয় নাই সেই সব লাইন নম্বর সনাক্ত করিয়া ASYCUDA World System হইতে অনলাইন ম্যানিফেস্টের হার্ডকপি প্রিন্ট করিয়া ম্যানিফেস্ট শাখা তাহা নিলাম শাখায় নিয়মিতভাবে প্রেরণ করিবেন। নিলাম শাখা উক্ত হার্ডকপি আই.জি.এম পরীক্ষা করিয়া সেই সব সনাক্তকৃত লাইন নম্বরের প্রয়োজনীয় বিস্তারিত বিবরণ একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বা

যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে এই কার্য সম্পাদন করিবেন। নিলাম শাখা এইসব লাইন নম্বরের আমদানী পণ্য চালানগুলি যথাশীঘ্র হস্তান্তরের বিষয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষের সংগে যোগাযোগ করিবেন।

৭। আমদানি কারকদের নোটিশ ইস্যুঃ

নিলাম শাখায় পণ্য রেজিস্টারে ভুক্তির সংগে সংগে গোডাউন অফিসার The Customs Act, 1969 এর Section 82 মোতাবেক আমদানীকারক কিংবা তার প্রতিনিধিকে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে পণ্য খালাস করার জন্য নোটিশ দিবেন। আন-মেনিফেস্টেড পণ্যের ক্ষেত্রে উক্ত নোটিশ শিপিং এজেন্ট এর উপর জারী করিতে হইবে। নোটিশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে পণ্য খালাস করা না হইলে উহা সরাসরি নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। আমদানীকারকের ঠিকানা জানা না থাকিলে এসিস্ট্যান্ট রেভেনিউ অফিসার (নিলাম) সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্টকে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে আমদানিকারকের ঠিকানা জানানোর জন্য নোটিশ প্রেরণ করিবেন যাহা নোটিশ বোর্ডে টানানোরও ব্যবস্থা নিবেন। এতদসংক্রান্ত সমুদয় কার্যাবলী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।কমিশনার অব কাস্টমস্ প্রয়োজন বোধে এই প্রক্রিয়া দ্রুত করার জন্য ই-মেইল এর মাধ্যমে আমদানীকারক সি এন্ড এফ এজেন্ট, শিপিং এজেন্ট, এলসি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, বন্দর বা অন্য কোন স্টেক হোল্ডাদের নোটিশ প্রদান করতে পারবেন।

৮। নিলামযোগ্য পণ্যের তালিকা প্রস্তুতকরণঃ

(ক) নিলামযোগ্য পণ্যের লটওয়ারী তালিকা প্রতি মাসে অন্তত দুই বার সংশ্লিষ্ট গোডাউন অফিসার রেভেনিউ অফিসার (নিলাম) এর মাধ্যমে এসিস্ট্যান্ট রেভেনিউ অফিসার (নিলাম) দ্বারা ঐ সমস্ত লটের পণ্যের ইনভেন্টরী প্রণয়নকারী এসিস্ট্যান্ট রেভেনিউ অফিসারের সাথে থাকিয়া প্রতিটি লটের পণ্য সনাক্ত করিয়া ইনভেন্টরীর জন্য উপস্থাপন করিবেন এবং ইনভেন্টরী তালিকায় গোডাউন অফিসার, ইনভেন্টরী প্রণয়নকারী এসিস্ট্যান্ট রেভেনিউ অফিসার ও এসিস্ট্যান্ট রেভেনিউ অফিসার (নিলাম) যৌথ স্বাক্ষর করিবেন। এইরূপ ইনভেন্টরী সময় সংশ্লিষ্ট এসিস্ট্যান্ট রেভেনিউ অফিসার যদি কোন পণ্যের প্রকৃতি, গুণগতমান ইত্যাদি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন সেই ক্ষেত্রে রেভেনিউ অফিসার (নিলাম) এর তত্ত্বাবধানে এইরূপ ইনভেন্টরী কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। কন্টেইনারের রক্ষিত নিলামযোগ্য পণ্যের [যাহা শুধুমাত্র কাগজে (বাই পেপার)] হস্তান্তরিত ইনভেন্টরী তালিকায় বন্দরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারও স্বাক্ষর করিবেন। যেই সকল পণ্যের রাসায়নিক পরীক্ষা প্রয়োজন, তাহা বর্ণনার ভিত্তিতে নিলামে বিক্রয়ের জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হইবে, তবে ডেলিভারীর পূর্বে বিডারের নিজ খরচে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নমুনা সংগ্রহ/ উত্তোলনপূর্বক রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পাদন করিতে হইবে। রাসায়নিক পরীক্ষার ফলাফলে পণ্যের বর্ণনার ভিন্নতা পাওয়া গেলে বিডারের অর্থ ফেরতপূর্বক উক্ত পণ্য পুনরায় নিলামভুক্ত হইবে। যখন নিলাম শাখায় ও গোডাউনে ভিন্ন ভিন্ন কর্মকর্তা/ এসিস্ট্যান্ট রেভেনিউ অফিসার পদস্থ থাকিবেন না তখন রেভেনিউ অফিসার (নিলাম) ইনভেন্টরী কর্তৃক মনোনীত অন্য একজন এসিস্ট্যান্ট রেভেনিউ অফিসার ইনভেন্টরীর দায়িত্ব পালন করিবেন। নিলাম প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদনের সুবিধার্থে ইনভেন্ট্রিকৃত পণ্যের ছবি

আপলোড/স্ক্যানিং বা অন্য কোন প্রযুক্তিতে ধারণ করে ইনভেন্টরীতে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। অনলাইন প্রক্রিয়ার সম্পাদন কার্যে তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার স্ব-স্ব কমিশনার কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) বন্দর জেটিতে নিলামযোগ্য পণ্যের ইনভেন্টরির সময় পণ্যের প্যাকেজ/ বাক্স, কন্টেইনার ইত্যাদি খোলা ও বন্ধ করার জন্য কার্পেন্টারসহ প্রয়োজনীয় জনশক্তি বন্দর কর্তৃপক্ষ তাহাদের নিজস্ব খরচে নিয়োগ করিবেন।

৯। ক্যাটালগ ও এ্যাসেসমেন্ট শীট প্রস্তুতকরণঃ

ইনভেন্টরীকৃত পণ্যের তালিকা প্রাপ্তির পর রেভেনিউ অফিসার (নিলাম) ''আমদানী নীতি আদেশ''/ ''রপ্তানি নীতি আদেশ'' এবং সময়ে সময়ে জারীকৃত অন্যান্য নিলাম সংক্রান্ত আদেশের আলোকে ঐ পণ্যাদির নিলাম যোগ্যতা যাচাই করিয়া প্রয়োজনীয় মন্তব্যসহ শর্তারোপ (যদি থাকে) করতঃ অকশনিয়ারের নিকট নির্ধারিত তারিখে একটি তালিকা হস্তান্তর করিবেন এবং ঐ তালিকা অনুযায়ী অকশনিয়ার ক্যাটালগ ও এ্যাসেসমেন্ট শীট তৈরী করিবেন। ক্যাটালগভুক্তির ক্ষেত্রে পণ্যের তালিকাভুক্তির ধারাবাহিকতা (জি.আর.নম্বর/পণ্য তালিকা ক্রমানুসারে) একই নিয়মে অকশনিয়ার বজায় রাখিবেন। পণ্য ডেলিভারির পূর্বে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রয়কের দপ্তর হইতে সিপি বা অন্যান্য শর্ত পূরণের বিষয় অকশনিয়ার কর্তৃক নিশ্চিত হইতে হইবে। নিলাম কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে শর্তযুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে বিলম্ব না করিয়া ক্যাটালগভুক্ত করিতে হইবে ও শর্তযুক্ত নির্দিষ্ট শর্তের কথা উল্লেখ করিতে হইবে। নিলামের ক্যাটালগভুক্ত যেই সব লটের অনুকূলে নিলামে কোন দরপত্র পাওয়া যায় নাই কিংবা যাহার দরপত্র মূল্য কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই এইরূপ লেফট আউট (left out) লটসমূহ পরবর্তী নিলাম এর অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে। ক্যাটালগভুক্তির এই দায়িত্ব অকশনিয়ার পালন করিবেন। এই ব্যাপারে অকশনিয়ার রেভেনিউ অফিসার (নিলাম) এর সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবেন। লেফট আউট (left out) লট এর ক্যাটালগভুক্তির ব্যাপারে কোন ভুল ত্রুটির অকশনিয়ার দায়ী হইবেন। এই ক্ষেত্রে কোনরূপ গাফলতি কিংবা অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে অকশনিয়ার এর নিয়োগ বাতিল কিংবা জামানত বাজেয়াপ্ত কিংবা কমিশন হইতে অর্থ কর্তন ইত্যাদি শাস্তি প্রদান করা হইবে।

১০। এ্যাসেসমেন্ট ও সংরক্ষিত মূল্য নিরূপণঃ

(ক) সংরক্ষিত মূল্যঃ অকশনিয়ার কর্তৃক দাখিলকৃত এ্যাসেসমেন্ট শীটে পণ্যের লটওয়ারী সংরক্ষিত মূল্য (reserved price) নিরূপণের উদ্দেশ্যে ইনভেন্টরী প্রণয়নকারী এসিস্ট্যান্ট রেভেনিউ অফিসার কাস্টমস হাউসের সংশ্লিষ্ট আমদানী শাখা হইতে পণ্যের সিএন্ডএফ মূল্য ও প্রযোজ্য শুল্ক-কর ইত্যাদির হার সংগ্রহ করতঃ রেভেনিউ অফিসার (নিলাম) এর মাধ্যমে এসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস/ ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) এর নিকট পেশ করিবেন। পণ্যের বর্তমান কায়িক অবস্থা, গুণগতমান অবচয় বিবেচনায় নিয়ে পণ্যের সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ করিবেন। তবে কমিশনার কর্তৃক সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারনে পণ্যের মূল্যের সাথে শুল্ক-করাদি যোগ করতে হবে।

প্রথম নিলামে সর্বোচ্চ দর শতকরা ৬০% কভার না করলে সেক্ষেত্রে শুল্ক কর্তৃপক্ষ ৬০% কভারের জন্য সর্বোচ্চ দর দাতাকে অফার দিতে পারবেন। যদি সর্বোচ্চ দর দাতা এই অফার গ্রহণ না করেন সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি ক্রমানুসারে পরবর্তী দর

দাতাগণকে এই অফার দেয়া যায়। অন্যদিকে দ্বিতীয় নিলামের সর্বোচ্চদর প্রথম নিলাম থেকে বেশি না হলে সেক্ষেত্রেও শুল্ক কর্তৃপক্ষ যথাযথ বিবেচনা করলে সর্বোচ্চ দর দাতাকে প্রথম নিলাম থেকে অত্যন্ত ১০০০ (এক হাজার) টাকা বেশি হলে এরূপ অফার দিতে পারবেন।

(খ) হ্রাসকৃত সংরক্ষিত মূল্যঃ

(০১) যেই সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শুল্কায়ন গ্রুপ/ শাখা সিএন্ডএফ মূল্য প্রদান করিতে সমর্থ হইবে না বা মূল্য প্রদানে সমর্থ হইলেও বিশেষ কারণে পণ্যের গুণগত মান হ্রাস পাইয়াছে, কেবলমাত্র সেই সকল ক্ষেত্রে জয়েন্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর নিম্নে নহেন এমন পদমর্যাদার কর্মকর্তা কর্তৃক পণ্যের গুণগত মান, ক্ষয়-ক্ষতি, বন্দরে অবস্থান কাল, বাজার দর ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক হ্রাসকৃত সংরক্ষিত মূল্য নিরূপণ করা যাইবে।

(০২) গুণগত মান হ্রাস পাওয়া বা স্তূপীকৃত পণ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত সংরক্ষিত মূল্য নিরূপণকল্পে জয়েন্ট কমিশনার অব কাস্টমস/ এডিশনাল কমিশনার অব কাস্টমস প্রয়োজন বোধ করিলে বন্দর কর্তৃপক্ষ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অথবা কাস্টম হাউসের অন্যান্য কর্মকর্তা কর্তৃক (নিলাম শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ব্যতীত) লিখিত মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(০৩) যেই সব পণ্য পর পর ০৩ (তিন) টি নিলামে বিক্রয় হয়নি তাহা পরবর্তী নিলামে অর্ন্তভুক্ত করিবার সময় অবিক্রিত পণ্যের সংরক্ষিত মূল্য হ্রাস করা যাইবে। সংরক্ষিত মূল্য হ্রাসের ক্ষেত্রে আয়কর বিভাগের বছর ভিত্তিক অবচয়ের ভিত্তিকে বিবেচনায় নিতে হইবে। তবে ডাক-মূল্য (দর) প্রদানের পর সংরক্ষিত মূল্য-হ্রাস করা যাইবে না।

১১। নিলাম অনুষ্ঠানের প্রচারঃ

এসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস/ ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) এর নির্দেশক্রমে নিলাম অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে অকশনিয়ার নিলামের বিজ্ঞপ্তি ন্যূনতম ০২ (দুই) টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও একটি স্থানীয় পত্রিকায় প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে নিলাম অনুষ্ঠানের মাস, দিন, সময় এবং পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকিতে হইবে। অকশনিয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া অবগতির জন্য পেপার কাটিং নিলাম অনুষ্ঠানের পূর্বে নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করিবেন।

১২। নিলামযোগ্য পণ্য পরিদর্শনের ব্যবস্থাঃ

(ক) নিলাম ডাককারীগণ নিলাম অনুষ্ঠানের পূর্বেও ০৩ (তিন) দিন নিলামযোগ্য পণ্য পরিদর্শন করিতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট গোডাউন অফিসার প্রতিদিন সকাল ৯:০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৩:০০ ঘটিকা পর্যন্ত গোডাউন খোলা রাখিবেন এবং পণ্য পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সুযোগ প্রদান করিবেন। অনুরূপভাবে বন্দর কর্তৃপক্ষও নিলামযোগ্য পণ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন।

(খ) সকল পণ্য যেইখানে যেই অবস্থায় আছে সেই ভিত্তিতে নিলাম করা হইবে। পণ্যের গুণগতমান, অবস্থা, ব্যবহারের সময়সীমা, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ, আমদানি/ রপ্তানি নীতি আদেশ ও প্রযোজ্য অন্যান্য সকল শর্তাবলী সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া নিলামে অংশগ্রহণ করিতে হইবে। নিলামে ক্রয়ের পর পণ্যের গুণাগণ সম্পর্কে বা উপর্যুক্ত কোন বিষয়ে কোনরূপ ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১৩। নিলাম অনুষ্ঠানঃ

(ক) এসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস/ ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) নিলাম অনুষ্ঠান পরিচালনা করিবেন।

(খ) প্রকাশ্য নিলামের ক্ষেত্রে কোন বিডারকে নিলামে অংশগ্রহণ করিতে হইলে নির্ধারিতে পরিমাণ অর্থ (জামানত) নগদে/ডিডি/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে অকশনিয়ারের নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে। নগদ/ডিডি/পে-অর্ডার ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই কোন বিডারকে ডাকে অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না। ডিডি/ পে-অর্ডার কমিশনার অব কাস্টমস অথবা এসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস/ ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) এর বরাবর ইস্যুকৃত হইতে হইবে।

(গ) সিল্ড (Sealed) টেন্ডারের মাধ্যমে নিলাম অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সিল্ড টেন্ডারের শর্তাবলী টেন্ডার সিডিউলে বর্ণিত থাকিবে। টেন্ডার সিডিউল সংশ্লিষ্ট সরকারী অবকশনিয়ারের নিকট হইতে সংগ্রহ করা যাইবে।

(ঘ) সিল্ড (Sealed) টেন্ডারের মাধ্যমে নিলামের ক্ষেত্রে নিলাম পরিচালনাকারীর অফিস এবং অন্যত্র নির্দিষ্ট স্থানে [কাস্টম হাউস, ঢাকা; কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম; এবং কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা] টেন্ডার বাক্স সংরক্ষিত থাকিবে। নির্ধারিত তারিখ ও সময় পর্যন্ত টেন্ডার বাক্সে টেন্ডার ফেলা যাইবে। সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে টেন্ডার বাক্স সীল করিয়া বন্ধ করিতে হইবে। অকশনিয়ার এবং টেন্ডারে অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) নিলাম পরিচালনকারী কর্তৃপক্ষ টেন্ডার বাক্স খুলিবেন। প্রতি লটের সর্বোচ্চ বিডারগণের নাম তালিকাভুক্ত করিয়া অকশনিয়ার তালিকা প্রস্তুতপূর্বক নিলাম পরিচালনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

১৪। বিক্রয় অনুমোদন সুপারিশ কমিটিঃ

(ক) জয়েন্ট কমিশনার অব কাস্টমস/ এডিশনাল কমিশনার অব কাস্টমস এই কমিটির প্রধান হইবেন। এসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস/ ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম), রেভেনিউ অফিসার (নিলাম) সদস্য হিসেবে সহায়তা করিবেন। নিলাম অনুষ্ঠান ও অফারসংক্রান্ত সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে কমিটির সুপারিশ কমিশনার অব কাস্টমস এর নিকট প্রদান করিতে হইবে।

(খ) সিল্ড টেন্ডারের/ প্রকাশিত নিলামের যেই লটের ডাক-মূল্য প্রথম নিলামে সংরক্ষিত মূল্যের ৬০% অথবা তদুর্ধ্বে উঠিবে সেই লটের বিক্রয় অনুমোদন এর জন্য সুপারিশ করা যাইবে। প্রথম নিলামে পণ্যের সর্বোচ্চ ডাক-মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের ৬০% এর কম কিন্তু

দ্বিতীয় নিলামে পণ্যের ডাক-মূল্য প্রথম নিলামের সর্বোচ্চ ডাক-মূল্যের অধিক হইলে ঐ মূল্যে পণ্যের বিক্রয় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা যাইবে। প্রথম এবং দ্বিতীয় নিলামে পণ্য বিক্রয় করা না গেলে তৃতীয় নিলামে পণ্যের সর্বোচ্চ ডাক-মূল্যে নিষ্পত্তি করা যাইবে তৃতীয় নিলামে দাম যদি যথাযথ না হয় তাহলে কমিশনার পর্যায়ের সিদ্ধান্তক্রমে এটি পরবর্তী নিলামে বিক্রির জন্য বিবেচনা করতে পারবেন।

১৫। বিক্রয় অনুমোদনঃ

(ক) কমিশনার অব কাস্টমস, কোন লটের আংশিক/ সম্পূর্ণ বিক্রয় অনুমোদন/ প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবেন এবং কোন লটের ডাক-মূল্য অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করিয়া জামানতের টাকা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবমুক্ত না করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন। সর্বোচ্চ ডাক-মূল্য প্রত্যাখ্যানের পরও তা পরবর্তীতে অনুমোদনের অধিকার রাখিবেন। নিলাম ডাক-মূল্য অনুমোদিত হইলে তাহা সাথে সাথে নিলাম নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হইবে। যেই সব ক্ষেত্রে ডাক-মূল্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইবে না, সেই সব ক্ষেত্রে নিলাম ডাককারী এই মর্মে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন যে, তাহার জামানত পরবর্তী নিলাম অনুষ্ঠান পর্যন্ত জমা থাকিবে এবং ঐ নিলাম পণ্যের ডাক-মূল্য তাহার ডাক মূল্যের অধিক না হইলে তিনি যেন বিক্রয় অনুমোদন লাভ করিবেন। এই ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ ঐ ডাক-মূল্য গ্রহণ/ বর্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবেন সংরক্ষিত মূল্য পাওয়া গেলেও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ডাক মূল্য গ্রহণে বাধ্য নহেন। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যে কোন লট অথবা সকল লট নিলাম থেকে প্রত্যাহার করিবার অধিকার সংরক্ষণ করিবেন। তবে নিলাম থেকে প্রত্যাহার করিবার কারণ নথিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৬। নিলাম স্থগিতকরণঃ

(ক) বন্দরে পণ্যের অবতরণের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তাহা খালাসের জন্য কাস্টম হাউসে বিল অব এন্ট্রি নোটিং না করিবার ক্ষেত্রে পণ্য চালান (নিলামের জন্য ক্যাটালগ না হওয়া সাপেক্ষে) আমদানীকারকের আবেদনের প্রেক্ষিতে The Customs Act, 1969 এর Section 79 এর Sub-section (2) মোতবেক বিল অব এন্ট্রি নোটিং-এর অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা এসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টম/ ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) কে অর্পণ করা হইল। একই ভাবে বন্দরে পণ্য অবতরনের ৩০ দিনের মধ্যে বিল অব এন্ট্রি নোটিং/ শুল্কায়ন/ শুল্ক পরিশোধ করিয়া বন্দর হইতে পণ্য খালাস করা না হইলে পণ্য চালানটি (নিলামের জন্য ক্যাটালগভুক্ত না হওয়া সাপেক্ষে) The Customs Act, 1969 এর Section 82 এ বর্ণিত সময়সীমা [redacted] করিয়া শুল্কায়িত বিল অব এন্ট্রির বিপরীতে শুল্ক-করাদি পরিশোধ ও পণ্য খালাসের অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা এসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস/ ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) কে অর্পণ করা হইল।

(খ) পণ্য নিলামের জন্য ক্যাটালগভুক্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বা কোন আদালতের সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা ব্যতীত কোন পণ্যের নিলাম স্থগিত করা যাইবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা কোন আদালতের আদেশে যেই সব পণ্যের নিলাম স্থগিত হইবে

সেই সব পণ্য সংশ্লিষ্ট গোডাউন অফিসার সনাক্ত করিয়া নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত তথ্যাদি, যেমনঃ আদেশ প্রদানকারী সংস্থা/ আদালতের নাম, স্থগিত রাখিবার সময়সীমা ইত্যাদি গোডাউন রেজিস্ট্রারে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করতঃ স্বাক্ষর ও নামাঙ্কিত সীল প্রদান করিবেন। রেভিনিউ অফিসার (নিলাম) তাহা যাচাইপূর্বক প্রতিস্বাক্ষর করিবেন।

(গ) যেই সকল ক্ষেত্রে বিল অব এন্ট্রি যথাসময়ে কাস্টম হাউস-এ জমা হইয়াছে কিন্তু আমদানীকারক বা তার সিএন্ডএফ এজেন্টের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে (যেমন: ন্যায়-নির্ণয়ন, শ্রেণীবিন্যাস বা কাস্টমস কর্তৃপক্ষর অন্য কোন পদক্ষেপের কারণে) শুল্কায়ন চূড়ান্ত হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে আমদানীকারকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট শুল্কায়ন শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত এসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস/ ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস এর সত্যায়ন সাপেক্ষে (সংযুক্ত ফরম 'ক') নিলাম শাখা হইতে প্রতিবারে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কার্যদিবস সময় প্রদান করা যাইবে। যদি প্রদত্ত সময়ের মধ্যে আমদানীকারক বা তার প্রতিনিধি পণ্য খালাস গ্রহণ না করেন তাহা হইলে উক্ত পণ্য নিলামে বিক্রয় করা হইবে। অন্যদিকে নিলাম শাখা প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে উক্ত শুল্কায়ন চূড়ান্ত না হইলে আমদানীকারক অথবা তার প্রতিনিধি পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে সময়ের আবেদন করিতে পারিবেন।

(ঘ) যদি কোন পণ্য কাস্টম হাউসে শুল্কায়নের জন্য কোন স্তরে অপেক্ষমান থাকে এবং কোন আমদানীকারক বা তার প্রতিনিধি উপরোক্ত পদ্ধতিতে নিলাম শাখা কর্তৃক সময় মঞ্জুর না করান অথবা একবার মঞ্জুরীকৃত সময় শেষ হওয়া পূর্বেই হাউসে তার পণ্য চালান সম্পর্কিত কার্যক্রম চলমান থাকা অবস্থায়ও পুনরায় যথাযথ পদ্ধতিতে সময়ের আবেদন না করেন তাহা হইলে উক্ত পণ্য নিলামে বিক্রয় করা হইবে। শুল্কায়ন কার্যক্রম চূড়ান্ত হইয়া গেলে আমদানীকারক বিল অব এন্ট্রির বিপরীতে তাহার পণ্য খালাসকরণের জন্য সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কার্যদিবস সময় পাইবেন। এই সকল ক্ষেত্রে বিভারকে পণ্য ডেলিভারী দেওয়ার পূর্বের সকল আনুষ্ঠানিকতা নিলাম শাখা প্রতিপালন করিতে থাকিবে এবং আমদাননীকারককে প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে বিল অব এন্ট্রির বিপরীতে পণ্য ডেলিভারী দেওয়ার পূর্বেই সকল আনুষ্ঠানিকতা নিলাম শাখা প্রতিপালন করিতে থাকিবে এবং প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে আমদানিকারক পণ্য খালাস গ্রহণ করিলে বিভারকে পণ্য ডেলিভারী দেওয়া হইবে না। অন্যদিকে আমদানীকারক মঞ্জুরকৃত সময় সীমার মধ্যে পণ্য খালাস গ্রহণ না নিলে বিভারের অনুকূলে পণ্য ডেলিভারী দেওয়া হইবে।

১৭। অনুমোদিত লট অবহিতকরণঃ

অনুমোদন লাভের সাথে সাথে বিক্রয় অনুমোদিত লটের বিবরন নোটিশ বোর্ডে নিলাম শাখা কর্তৃক প্রকাশ করা হইবে এবং অননুমোদিত লটের বিপরীতে জমাকৃত জামানতের ক্যাশ/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট সংশ্লিষ্ট বিভারকে সাথে সাথেই অকশনিয়ার কর্তৃক ফেরত প্রদান করা হইবে।

১৮। নিলামকৃত পণ্যের ডেলিভারীঃ

(ক) অনুমোদিত লটের বিক্রয় অনুমোদন নিলাম শাখার নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ হইতে ১৫ (পনের) কার্যদিবস পর্যন্ত ডেলিভারীর জন্য কোন গোডাউন ভাড়া আদায় করা হইবে না। উক্ত সময় সীমার মধ্যে কোন বিডার পণ্য ডেলিভারী গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইলে জয়েন্ট কমিশনার অব কাস্টমস/ এডিশনাল কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) ঐ সময়সীমা অতিরিক্ত ১০ (দশ) কার্যদিবস এবং কমিশনার অব কাস্টমস ঐ সময়সীমা অতিরিক্ত ২০ (বিশ) কার্যদিসব পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন। উক্ত বর্ধিত সময়ের জন্য স্বাভাবিক হারে গোডাউন ভাড়া আদায় করা হইবে। উপরোক্ত সময় ও বর্ধিত অতিরিক্ত সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নিলামকৃত পণ্যের উপর বিডারের কোনরূপ আইনগত অধিকার থাকিবেনা এবং উক্ত লটের পণ্যের বিপরীতে বিডার কর্তৃক জমাকৃত জামানত থেকে অকশনিয়ার এর কমিশন প্রদান করিয়া বাকী অর্থ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(খ) অনুমোদিত লটের ডাককারী কিংবা তার প্রতিনিধি পণ্যের সম্পূর্ণ ডাক-মূল্য ও প্রযোজ্য অন্যান্য চার্জ পরিশোধপূর্বক পণ্য ডেলিভারী গ্রহণের জন্য অকশনিয়ারের নিকট থেকে ডেলিভারী অর্ডার গ্রহণ করিবেন। নিলামকৃত পণ্যের ডেলিভারী ''অকশন গেইট পাশ'' এর মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে। বন্দর জেটির পণ্যের ডেলিভারীর ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত আদেশ অনুযায়ী বন্দর কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে এই ডেলিভারী সম্পন্ন হইবে। নিলামকৃত পণ্য ডেলিভারী গ্রহণের পর ঐ পণ্যের ব্যাপারে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের আর কোনরূপ দায়-দায়িত্ব থাকিবে না।

(গ) নিলামকৃত পণ্য ডেলিভারীর সময় ক্যাটালগে উল্লিখিত সংখ্যা/ পরিমাণের চাইতে প্রকৃতপক্ষে পণ্যের সংখ্যা/ পরিমাণ বেশি পাওয়া গেলে ক্যাটালগে উল্লিখিত সংখ্যা/ পরিমাণ মোতাবেক পণ্য ডেলিভারী দেওয়া হইবে। অতিরিক্ত সংখ্যা/ পরিমাণ পণ্য অনুমোদিত ডাক-মূল্যের আনুপাতিক হারে মূল্য আদায় পূর্বক এসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস/ ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) এর অনুমোদনক্রমে শুধুমাত্র ঐ লটের অনুমোদিত বিডারকে দেওয়া যাইবে।

(ঘ) নিলামে বিক্রয় কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন এবং নিলাম শাখার নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হওয়ার পর যদি আমদানীকারক উহার বিল অব এন্ট্রি প্রদানের মাধ্যমে পণ্য খালাসের দাবী জানান তবে তাহা গ্রহণ করা যাইবে না। উল্লেখ্য, কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক ডাক-মূল্য চূড়ান্ত অনুমোদন ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করার পূর্বে যদি উক্ত লটের পণ্যের আউট পাশ, বিল অব এন্ট্রিসহ আমদানিকারক পণ্যের খালাস গ্রহণ করিতে আসেন, সেই ক্ষেত্রে কমিশনার অব কাস্টমস আমদানিকারকের অনুকূলে পণ্য খালাসের বিষয়টি বিবেচনা করিতে পারিবেন। সেই ক্ষেত্রে অকশনিয়ারের কমিশন (ডাক-মূল্য অনুযায়ী) আমদানিকারককে প্রদান করিতে হইবে।

(চ) নিলাম অনুমোদনের পর যদি কোন পণ্য চালানের জন্য রাসায়নিক পরীক্ষা বা বিদ্যমান ''আমদানি নীতি আদেশ''/ ''রপ্তানি নীতি আদেশ'' অনুযায়ী কোনরূপ শর্ত পূরণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে প্রযোজ্য ফি ও খরচাদি সর্বোচ্চ নিলাম ডাককারী বহন করিবেন। ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তিনি শর্তপূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন। শর্তপূরণে ব্যর্থ হইলে তার প্রদত্ত ডাক বাতিলসহ জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে।

১৯। (ক) পোর্ট চার্জঃ

৩০ (ত্রিশ) দিনের উর্ধ্বে রক্ষিত নিলামযোগ্য FCL কন্টেইনারের পণ্য unsnuffing পূর্বক বন্দর কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে শেডে সংরক্ষণ করার পর নিলাম কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে। কন্টেইনারের মাধ্যমে আমদানিকৃত এবং অখালাসকৃত নিলামে বিক্রিত পণ্যের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডাক-মূল্যের ২০% এবং অন্যান্যভাবে আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডাক-মূল্যের ১৫% হারে কমিশন বন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হইবে। এছাড়া অন্য কোন প্রকার খরচ বা চার্জ বন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা যাইবে না। উল্লেখ্য, এই চার্জ নিলামে বিক্রীত পণ্য মূল্য হইতে মিটানো হইবে।

(খ) লেবার কন্ট্রাক্টরের চার্জঃ

কোন পণ্য কেবলমাত্র নিলামে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিলাম ডাককারী কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক ইন ডেলিভারী খরচ বাবদ নির্দিষ্ট হারে চার্জ নিলাম ডাক-মূল্যের অতিরিক্ত হিসাবে লেবার কন্ট্রাক্টরকে প্রদান করিতে হইবে।

(গ) অকশনিয়ারের চার্জ ও কর্ম পরিধিঃ

(i) অকশনিয়ারের কমিশনঃ কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী অকশনিয়ারকে কমিশন প্রদান করা হইবে। অকশনিয়ার কর্তৃক ক্যাটালগভুক্ত পণ্য বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে আমদানিকারক ডেলিভারী গ্রহণ করিতে চাহিলে চুক্তি মোতাবেক কাস্টমস কর্তৃক নির্ধারিত কমিশন অকশনিয়ারকে আমদানিকারক কর্তৃক প্রদান করিতে হইবে।

(ii) দরপত্র সংক্রান্ত স্বচ্ছতাঃ দরপত্র তথা সিডিউল বিক্রয়, গ্রহণ, দরপত্রের বাক্স খোলা ইত্যাদি প্রত্যেক পর্যায়ে স্বচ্ছতা অকশনিয়ার নিশ্চিত করিবেন। এই ক্ষেত্রে কোনরূপ গাফলতি কিংবা অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে অকশনিয়ার এই নিয়োগ বাতিল কিংবা জামানত বাজেয়াপ্ত কিংবা কমিশন হইতে অর্থ কর্তন ইত্যাদি শাস্তি প্রদান করা হইবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অকশনিয়ারকে কালো তালিকাভুক্ত করাসহ অন্যান্য দপ্তর বিষয়টি অবগত করানো হইবে।

(ঘ) শুল্ক আইনের ২০১ ধারা মোতাবেক পোর্ট চার্জ লেবার কন্ট্রাক্টরের চার্জ ও অকশনিয়ারের চার্জ বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মেটানো হইবে।

২০। **ATV ও AIT:**

নিলামে বিক্রয়কৃত পণ্যের ডেলিভারী গ্রহণের সময় সর্বোচ্চ ডাক-মূল্যের উপর ৪% হারে অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর (ATV) ও ৫% হারে অগ্রিম আয় কর (AIT) ডাককারী কর্তৃক প্রদান করিতে হইবে।জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সময়ে সময়ে নির্দেশনা অনুযায়ী এই হার পরিবর্তিত হতে পারে।

২১। দূতাবাস বা কূটনীতিবিদগণের পণ্য নিলামঃ

দূতাবাস বা কূটনীতিক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য নিলামে বিক্রয়ের পূর্বে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট দূতাবাস কিংবা কূটনীতিবিদকে লিখিতভাবে ১৫ (পনের) কার্যদিবস সময় প্রদান করিয়া অবহিত করিতে হইবে। উপর্যুক্ত বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কেও রেজিস্ট্রিকৃত পত্রযোগে/ ফ্যাক্স/ ই-মেইলযোগে অবহিত করিতে হইবে। এ বিষয়ে এসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস/ ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২২। আদালতে বিচারাধীন পণ্যের নিলামঃ

আদালতে বিচারাধীন সংশ্লিষ্ট পণ্য নিলামে বিক্রয় করিতে হইলে The Customs Act, 1969 এর SECTION 156 (3) ও (4) মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

২৩। নিলাম স্থলের আনুষ্ঠানিকতাঃ

নিলামে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিলাম স্থলে প্রবেশের সংগত সুবিধা প্রদান করিতে হইবে। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই এসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস/ ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) কিংবা তার প্রতিনিধি যেকোনো ব্যক্তিকে নিলাম স্থলে প্রবেশ করিতে না দেওয়া কিংবা বহিষ্কার করিতে পারিবেন। কোন নিলাম ডাককারীকে টেন্ডার ড্রপিং এ বাধা দেওয়া বা অন্য কোন অসদাচরণের জন্য ''কালো তালিকাভুক্ত'' করা যাইবে এবং তাকে ভবিষ্যতে কোন নিলামে অংশগ্রহণ কিংবা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিলামে অংশগ্রহণ রহিত করা যাইবে এবং এই তথ্য অন্যান্য কাস্টম হাউস/ কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটে লিখিতভাবে জানানো হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর অধীনে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ সকল প্রকার বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হইবে।

২৪। কোন কারণে সরকারী নিলামকারী না থাকিলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আইন মোতাবেক নিলামের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিতে পারিবে।

২৫। এই স্থায়ী আদেশের যে কোন বিধান শিথিল, পরিবর্তন, সংশোধন কিংবা সংযোজন এর ক্ষমতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংরক্ষণ করিবেন। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং বর্তমান পদ্ধতি পাশাপাশি নিলাম প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বা যে কোন অংশ অনলাইনে সম্পাদন করা যাইবে। স্ব-স্ব কমিশনার স্বীয় বিবেচনায় উভয় পদ্ধতি কতদিন বা কিভাবে সম্পাদন করা সমীচিন হবে তা নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজন বধে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংশ্লিষ্ট শাখায় মতামত প্রেরণ করিবেন। The Customs Act, 1969 এর

কোন বিধানের সাথে এই আদেশ সংঘর্ষিত হইলে উক্ত আইন প্রধান্য পাইবে। উল্লেখ্য অনলাইন নিলাম প্রক্রিয়ার কোন কোন অংশ কোন কোন কর্মকর্তা পর্যায়ে এন্ট্রি, এডিট/ডিলিট, কারেকশন, বিকেন্দ্রীকৃত/দায়িত্বন্যাস্ত থাকবে সেটি সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক নির্ধারণ করতে হবে।

(খন্দকার মুহাম্মদ আমিনুর রহমান)
সদস্য
শুল্ক নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
তারিখঃ-

নথি নং-

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজন কার্যক্রমের জন্য (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। সদস্য (শুল্ক নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
০২। সদস্য (শুল্ক, রপ্তানী বন্ড ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
০৩। প্রেসিডেন্ট, এফ বি সি সি আই, মতিঝিল, ঢাকা।
০৪। কমিশনার অব কাস্টমস, কাস্টম হাউস, ঢাকা/চট্টগ্রাম/বেনাপোল/পানগাঁও/মংলা।
০৫। কমিশনার অব কাস্টমস, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা(দক্ষিণ)/ ঢাকা(উত্তর)/ ঢাকা(পূর্ব)/ ঢাকা(পশ্চিম)/ চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা/ সিলেট/ খুলনা/ যশোর/ রাজশাহী/ রংপুর।
০৬। জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
০৭। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৮। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, কমলাপুর, ঢাকা।
০৯। ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিম, মতিঝিল জোন, ঢাকা।
১০। পিএস টু চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১। ডেপুটি /এসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম), কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা।
১২। রেভিনিউ অফিসার (নিলাম), কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা।
১৩। গোডাউন অফিসার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা।

(খন্দকার মুহাম্মদ আমিনুর রহমান)
সদস্য
শুল্ক নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য